



ষষ্ঠীতে জনঢলে, আজ সপ্তমীতে মাতবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কুমারঘাট / কমলপুর / তেলিয়ামুড়া / বিলোনীয়া / কল্যাণপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। শারদোৎসবের মূল পর্ব শুরু হলো দেবী দুর্গার বোধনের মধ্য দিয়ে। রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশ। শহরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে ঐতিহ্য মেনে জল ভরে এনে বোধন পূজা সম্পন্ন হয়েছে। সঙ্গে নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয়েছে ষষ্ঠীপূজাও। আজ রাজধানী আগরতলায় বিভিন্ন পূজা মণ্ডপের মহিলারা এই বোধনের জন্য হাওড়া নদী থেকে গঙ্গা আবাহন করে নিয়ে আসেন। সুসজ্জিত র্যালির মাধ্যমে শিশু থেকে শুরু করে মহিলারা এই বোধনের আনন্দে সামিল হয়েছেন। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ ও ঢাকের বাদ্যিতে সম্পন্ন হয়েছে এদিনের দুর্গা বোধনের আচার। শাস্ত্রমতে, মহাষষ্ঠীর দিনেই দেবী দুর্গার অধিবাস, আমন্ত্রণ ও বোধন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পূজা মণ্ডপেই আজ সকালে নদী বা পুকুর থেকে কলসিতে জল ভরে আনা হয়। সেই পবিত্র জল দিয়ে শুরু হয় বোধন পূজা। দেবীর প্রতিমায় প্রতীকীভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, অর্থাৎ দেবীকে মর্ত্যে আহ্বান

মহাষষ্ঠীর আজকের বিশেষত্ব হলো দেবী দুর্গার চক্ষুদান। প্রতীকীভাবে দেবী মুমূর্ষী প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা

মুখরিত হয়ে ওঠে চারদিক। শিউলি ফুলের সুবাস, শরতের সাদা মেঘ আর কাশফুলে ভরা প্রকৃতি যেন এক অনারকম আবহ তৈরি করেছে। বোধন, অধিবাস ও আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শুরু হলো বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার মূল পর্ব। আগামী চারদিন ধরে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিজয়া দশমীর আচার পালিত হবে। তাই মহাষষ্ঠী শুধু দেবী আগমনের দিন নয়, বাঙালির আবেগ-অনুভূতির সূচনাদিবস হিসেবেও তাৎপর্যপূর্ণ।

ফটিকরার স্কুল মাঠে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো দুর্গাপূজা। ফিতা কেটে পূজার উদ্বোধন করেন অতিথিরা। পূজা কমিটির নাম “আমি হিন্দু”, আর তাদের এবারের থিম ছিল “প্রকৃতির রক্ষায় মায়ের আগমন”। এ উপলক্ষে বিশাল প্যান্ডেল, পার্ক, আলোকসজ্জা, মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন মূর্তি ও আনন্দমেলার আয়োজন করা হয়েছে। পূজার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, উনেকোটি জেলা পরিষদের সভাপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাসহর রামকৃষ্ণ আশ্রামের সম্পাদক স্বামী গিরিজানন্দ মহারাজ, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সুমতি দাস, ফটিকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ পাল, পূজা কমিটির সভাপতি ভুবন দেবরায়, বিশিষ্ট সমাজসেবক নীলকান্ত সিনহা সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন পর্ব সম্পন্ন হয়। পূজা কমিটির পক্ষ থেকে দুই মন্ত্রী ও স্বামীজিকে বিশেষ উপহার দেওয়া হয়।

৩৬ এর পাতায় দেখুন

আজ মহাসপ্তমী

উদয়পুরে পূজা
শুরুর আগেই
প্রতিমা ভাঙুর



নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। মহাষষ্ঠীর সকালে ভোর থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে উদয়পুর রাস্তাবাড়ি সামাজিক উন্নয়ন কমিটির পূজা মণ্ডপে। জানা যায়, শনিবার পঞ্চমীর রাত পর্যন্ত ব্রহ্মাবাড়ি শীতলাবাড়ি স্থিত শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন স্থানীয়রা। রাত গভীর হলে সকলে বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু রবিবার সকালে মণ্ডপে এসে দেখা যায়, দুর্গামূর্তির সঙ্গে লক্ষ্মী, গণেশ ও

৩৬ এর পাতায় দেখুন

মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

স্বদেশী হোক উৎসবের অঙ্গ

নয়া দিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ‘মন কি বাত’-এর ১২৬তম পর্বের দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণে আসন্ন উৎসবের মরসুমে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ভোকাল ফর লোকাল’ হোক আমাদের মূলমন্ত্র।

এবং উৎসবের আনন্দ হোক দেশীয় উৎপাদনের মর্যাদায় উজ্জ্বল। প্রধানমন্ত্রী জানান, সামনে একের পর এক উৎসব আসছে এবং বর্তমানে ‘জিএসটি বীচত উৎসব’ও চলছে। সেই প্রেক্ষিতে তিনি দেশবাসীকে দেশীয়ভাবে উৎপাদিত সামগ্রী কেনার সংকল্প

নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন স্থানীয় শিল্পীদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেয়, তেমনি একজন যুব উদ্যোগপতির স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উৎসবের সময় পরিচ্ছন্নতা শুধু বাড়ির মধ্যে

সীমাবদ্ধ না থেকে রাস্তাঘাট, পাড়া, বাজার এবং গ্রামেও ছড়িয়ে পড়া উচিত। তিনি আরও বলেন, এই সময়ে আমরা দেবীর শক্তির পূজা করি এবং দেবের কন্যা। এখন শিক্ষা, বিজ্ঞান, ক্রীড়া ও ব্যবসাসহ নানা ক্ষেত্রে নিজের পরিচয় গড়ে

৩৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনে বসে মন কি বাত শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। মহাষষ্ঠীর সকালে উত্তর ত্রিপুরা সফরে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। আগরতলা থেকে ট্রেনে যাত্রাপথেই তিনি মনোনিবেশ করে শোনেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’। প্রতিমাসের শেষ রবিবার সকালে দেশজুড়ে সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নানা জাতীয় ইস্যু ও সামাজিক বার্তা তুলে ধরেন। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সফরপথেও সেই বার্তা মন দিয়ে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন উত্তর জেলায় পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মহাষষ্ঠীর শুভলগ্নে প্রসিদ্ধ কালী মন্দিরে পূজা দেন। পাশাপাশি রামকৃষ্ণ আশ্রমেও এদিন পূজাচর্চা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।



দুর্গা পূজা উপলক্ষে বাংলাদেশে সরবরাহিত
৪০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ

রাজ্যের জন্য প্রস্তুত ৩৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্ষমতা : রতন



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। দুর্গা পূজার দিনগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে আজ তিনটি অফিস পরিদর্শন করেছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি পরিদর্শন করেছেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম, স্টেট লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার এবং ত্রিপুরা

পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড। মন্ত্রী জানান, তিনি স্টেট লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার অফিস পরিদর্শন করেছেন, যেখানে কর্মকর্তারা দিনরাত প্রয়োজন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছেন এবং পূজার সময় পরিদর্শন করেছেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম, স্টেট লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার এবং ত্রিপুরা

নিয়োজিত। টিপিটিএল-ও পরিদর্শন করেছি, যেখানে ছয়জন কর্মী বিশেষভাবে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছে। বিদ্যুৎ নিগম এর কন্ট্রোল রুম ও ১৯১২ কাস্টমার কেয়ারও আমি পরিদর্শন করেছি। চতুর্থী তিথিতে সর্বাধিক চাহিদা ছিল ৩৫২.৭ মেগাওয়াট। আমরা ৪৪.৫ মেগাওয়াট

৩৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

দুর্গোৎসব উপলক্ষে জাগরণ পত্রিকার সমস্ত পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, হকার ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত জাগরণ ও রেগেবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই, ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। ৪ অক্টোবর থেকে এই পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হবে।

কর্মীরা

কমিউনিস্টদের স্বভাব নেতিবাচক : বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। “কমিউনিস্টদের স্বভাব হল নেগেটিভিটি, মানুষের স্বভাব ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে বদলায়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বয়স এখন ৭০-এর উপরে। তাই উনার স্বভাব বদলানো সম্ভব নয়।” মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় চন্দ্রপুরের তৃষার সংঘের পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন করতে এসে এমন মন্তব্য করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, পূজার সময় মানুষ আভাব অনটনে ভুগছে এই দাবি করছে কমিউনিস্টরা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি ২২ সেপ্টেম্বর সারা দেশের মানুষকে উপহার হিসেবে ২ থেকে আড়াই লক্ষ কোটি টাকার ট্যাক্স রিভাকশন দিয়েছেন। তার পরও কমিউনিস্টরা নেতিবাচক রাজনীতি করছে। সাংসদের কথায়, “জীবনে টাকার অভাব থাকলেই সব

৩৬ এর পাতায় দেখুন

উৎসবে রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ মানুষের হাতে অর্থ নেই : মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর : প্রতি বছরের মতো এবছরও উৎসবের শুরুতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল এসএফআই সদর বিভাগীয় কমিটি।

টানা ২২ বছর ধরে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসছে সংগঠনটি। আজ ছাত্র যুব ভবনে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

দুর্গাপূজা শুরু হলো রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের হাতে পয়সা নেই, অভাব-অনটনে দিন কাটছে সাধারণ মানুষের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট

৩৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল বাংলাদেশের খাঘড়াছড়ি, গুইমারায় গুলিতে নিহত ৩

চট্টগ্রাম, ২৮ সেপ্টেম্বর।।

খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার রামেসু বাজার এলাকায় অষ্টম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে চলমান অবরোধকে কেন্দ্র করে আজ ভয়াবহ সংহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় গুলিবর্ষণে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম রেঞ্জ পুলিশের ডিআইজি আহসান হাবিব পালাশ।



রামেসু বাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে বাজারের একাধিক দোকান ও পাশের কয়েকটি

মংসাজাই মারমা ও কংজারী মারমা অভিযোগ করেন, তারা

শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধে অংশ নিচ্ছিলেন। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এসে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে

এবং একপর্যায়ে গুলি চালায়। এতে আতঙ্কে মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে

পড়ে। পরবর্তীতে ২০-২৫ জনের একটি

মুখোশাখারী দল এসে বাজারে লুটপাট চালায় এবং দোকানসহ

বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেলেও

আগুন দেওয়া হয়। গুইমারা থানার ওসি মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী জানান,

পাহাড়ি ও বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে

৩৬ এর পাতায় দেখুন

শারদীয়
শুভেচ্ছা
২০২৫

শারদ উৎসবের
শুভলগ্নে আপনাদের
পরিবারের
সুখ ও সমৃদ্ধি
কামনা করি

প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা
মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

ICA/D-1075/25

ত্রিপুরা সরকার

জাগরণ	আগরতলা,২৯ সেপ্টেম্বর,২০২৫-ইং ১২ আশ্বিন, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ
পর্যটনে নয়া রেকর্ড পর্যটন যে কোন দেশ রাজ্য কিংবা সমাজের অর্থ সামাজিক বাবস্থার অন্যতম মূল চালিকাঠি। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও পর্যটন সমাগমের উপর সংশ্লিষ্ট রাজ্য কিংবা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ বহুলাংশে নির্ভরশীল। পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখা অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা শান্তির পরিবেশ না থাকিলে পর্যটকরা আসিবেন না। সেই কারণেই পর্যটন বিকাশের অন্যতম শর্ত শান্তির পরিবেশ। পার্বত্য ঘেরা ত্রিপুরা রাজ্য পর্যটকদের অন্যতম বিচরণ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। একটা সময় ছিল যখন এই রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ ছিল না। স্বাভাসবাদী কার্যকলাপে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়া আসিয়াছে। শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে আসিতেই রাজ্যে পর্যটকদের আগমনের সংখ্যা দারুন ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারি তথ্যেই তাহার প্রমাণ মিলে। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা’এই সহজ কথা মনে নিয়া চলিলেই যেন সব জটিলতা শেষ হইয়া যায়। একঘেয়ে বন্ধ জীবন থেকে মাথা তুলিয়া শ্বাস নেওয়ার নামই তো বাঁচবার মতো বাঁচা। ভিন দেশ, ভিন রাজ্য, ভিন জেলায় ঘুরে বেড়ানো, অজানাতে জানা, অচেনাকে চেনার খিদে যাঁহাদের তাড়িয়ে নিয়া বেড়ায় আজকের দিনটা তাঁহাদের জন্যই। সাংস্কৃতিক বিনিময়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক ঐক্য বৃদ্ধিতে পর্যটনের গুরুত্ব উদযাপন করা হয়। এ বছরের থিম ‘পর্যটন ও শান্তি’ যাহা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাত ও বিভাজনের যে পরিবেশ চারিদিকে গড়িয়া তোলার প্রবণতা চলিয়াছে, তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ সময়োপযোগী। মহামারী-পরবর্তী বিশ্বে, পর্যটন আবার ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন জোর দেওয়া হইতেছে পরিবেশ-বান্ধব অনুশীলন এবং পর্যটনকে খিরিয়া গড়িয়া ওঠা ছোট বাবসার উপর। পর্যটকদের কম পরিচিত গন্তব্যগুলিকে আরও প্রচারের আলোয় নিয়া আসিবার কথা ভাবা হইতেছে। এই বছর আনুষ্ঠানিক বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন জর্জিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে যা এই বছরের জন্য আয়োজক দেশ।দায়িত্বশীল ভ্রমণকে অগ্রাধিকার দিয়য়া সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনের ভূমিকা তুলিয়া ধরা হইবে এই আয়োজনে।যে কোনও দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পর্যটন। যে স্থানে যত বেশি মানুষ বেড়াইতে যাইবেন, পর্যটকদের সুবিধার জন্য উন্নত মানের পরিকাঠামোও তৈরি হইবে। আর এভাবেই সেই জায়গার পর্যটন শিল্পও ধীরে-ধীরে উন্নত হয়।যে কোনও দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পর্যটন। তাহার সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও স্থায়ী উন্নয়নও পর্যটনের তাৎপর্য তুলিয়া ধরে। বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে ভ্রমণের উৎসাহ বাড়াইতে, পর্যটকদের আকর্ষণ করিতে এবং পর্যটনকে উন্নত করিবার জন্য সচেতনতা বাড়াইতে পালিত হয় পর্যটন দিবস। ভ্রমণ শুধু যে মানুষ নতুন জায়গা, সৌখনকার সংস্কৃতি, খাবার ইত্যাদি অন্বেষণ করিবার সুযোগ দেয়, তাহা নয়। পাশাপাশি শান্তির প্রচার করিয়া এবং সেই জায়গার অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। কারণ যে কোনও জায়গায় বেড়াইতে গেলে আপনাকে হোটেল, খাওয়া-দাওয়া, পর্যটন স্থানের টিকিট ইত্যাদির উপর টাকা খরচ করিতে হয়। এতে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। যে স্থানে যত বেশি মানুষ বেড়াইতে যাইবেন, পর্যটকদের সুবিধার জন্য উন্নত মানের পরিকাঠামোও তৈরি হইবে। আর এভাবেই সেই জায়গার পর্যটন শিল্পও ধীরে-ধীরে উন্নত হয়। ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবসের সূচনা করে। ১৯৭০ সালে এই দিনেই জাতিসংঘ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার স্বীকৃতি পায়। তাই ১৯৮০ সাল থেকে এই দিন থেকেই পালিত হয় বিশ্ব পর্যটন দিবস। বিশ্ব পর্যটন দিবসের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী পর্যটনকে আরও উন্নত করিয়া তুলিয়া এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতাকে তুলিয়া ধরা। তাছাড়া পর্যটনের মাধ্যমে অনেক দেশের আর্থিক উন্নতিও হইবে দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটনে ত্রিপুরা রাজ্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পর্যটন বিভাগের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালে রাজ্যে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের সংখ্যা ৬৪.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ৬,০১০০০ (০.৬০১ মিলিয়ন) হইয়াছে। এছাড়া, বিদেশী পর্যটকদের আগমনও ৩৬.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ৯১,০০০ (০.০৯১ মিলিয়ন) হইয়াছে।২০২৩ সালে রাজ্যে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ০.৩৬৬ মিলিয়ন এবং বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ০.০৬৭ মিলিয়ন। এই বৃদ্ধি ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছে। বিদেশী পর্যটকদের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সিকিমের পরে দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে।ত্রিপুরার পর্যটন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছে, ঐতিহ্যবাহী স্থান, প্রকৃতিক সৌন্দর্য এবং পর্যটন অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পর্যটন বৃদ্ধি এবং বিদেশী পর্যটকদের আগমন বাড়াইতে বিভিন্ন পর্যটন উদ্যোগ কার্যকর প্রমাণিত হইয়াছে।রাজ্যের পর্যটন খাত এই বৃদ্ধিকে উৎসাহ হিসেবে দেখিতেছে এবং আগামী দিনে আরও উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হইয়াছে।	

মাতৃ ছায়া শিক্ষা কেন্দ্রের ৩৫ জন শিক্ষার্থীর হাতে এক মাসের খাদ্যসামগ্রী ও নতুন বস্ত্র উপহার

তেলিয়ামুড়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ভারতীয় মজদুর সংঘের কর্মচারীরা। তেলিয়ামুড়ায় শনিবার উৎসর্গ সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত মাতৃ ছায়া শিক্ষা কেন্দ্রের সহযোগিতায় আয়োজিত এক বিশেষ সামাজিক কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী থেকে সাফাই কর্মীসবার মুখেই ফুটে উঠল আনন্দের আলো।

এই দিনের এই অনুষ্ঠানে মাতৃ ছায়া শিক্ষা কেন্দ্রের ৩৫ জন শিক্ষার্থীর হাতে এক মাসের খাদ্যসামগ্রী ও নতুন বস্ত্র উপহার তুলে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ১১ জন সাফাই বন্দুর মধ্যেও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই আয়োজন শুধু উপহার বিতরণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমাজের প্রতি সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও সহমর্মিতার এক গভীর বার্তা বহন করেছে।এই দিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় শিক্ষক পরিমল শীল ও পাণ্ডড়ি ভট্টাচার্যকে, তাঁদের অক্লান্ত শিক্ষাদানের জন্য। পাশাপাশি মাতৃ ছায়া শিক্ষা কেন্দ্রের কর্ণধার ছায়া রানী রায়কেও সমাজসেবায় অসামান্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মান জানানো হয়।

উপস্থিত অতিথিরা জানান, এ ধরনের উদ্যোগ শুধু সহায়তা নয়, সমাজে আত্মবিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বশীলতার নতুন দিশা দেখায়। তারা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এই ধরণের কর্মসূচি সমাজকে আরও আলোকিত করবে, এবং অসহায় মানুষের জীবনে আশার আলো জ্বালাবে।মানবিক এই প্রয়াস সত্যিই প্রমাণ করলদুর্গোৎসবের মূল দর্শন কেবল আনন্দে নয়, ভাগ্যভাগি ও সহমর্মিতাতেই নিহিত।

দুর্গাপূজোকে কেন্দ্র করে বাঙালির শারদোৎসবের আনন্দ জেগে থাকে বছরভর

পূজোঁর সঙ্গেই বাঙালির বেড়ে ওঠা। সেখানে হরেক পূজো, হরেক আয়োজন। বারো মাসে তেরো পার্বণের ঘটা তার লেগেই আছে। শুধু তাই নয়, পূজোকে উৎসবে সামিল না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। পূজোর কথা শুনলেই মন আনচান করে উঠত। অবশ্য তখন ও পূজা পূজো হয়ে ওঠেনি। আর পূজো মানেই দুর্গাপূজো ছিল না। কী করে পার্বর্তীকে সমতলবাসী ভেতো বাঙালি একান্ত আপন করে নিল, তা ভাবলে আশ্চর্য মনে হয়। অবশ্য ঘরমুখো বাঙালির মধ্যে আগমনী আর বিজয়ার ছকটি বড় চেনা। সেখানে দেবী দুর্গার মায়ের আসন ক্রমশ পাকা হয়ে উঠেছে। সেই সপরিবারে আগমন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পূজোলাভের আয়োজন সবই মানিয়ে নেওয়ার সহজতায় তার আবেদন ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করেছে। অবশ্য তার মধ্যে দুর্গাপূজোর রেশ মেলাতে না-মেলাতে শ্যামা কালীর দীপাবলির আলো জ্বলে ওঠে। সেই আলোতে উৎসবমুখর বাঙালি আবার পূজোর ছুটির আমেজে শেষবারের মতো উৎসৱতা উপভোগ করে। অবশ্য সকলে তো রামপ্রসাদ বা বামাখ্যাপা কিংবা রামকৃষ্ণ নন, তাই মা কালীর আলো আলোতেই মিলিয়ে যায়, আমোদের পথ বিন্তার লাভ করেনা। সেখানে দেবীদুর্গার মা দুর্গা হয়ে ওঠাটা ছিল স্বাভাবিক।

স্বপনকুমার মণ্ডল

পেয়েবসেছিল। গ্রামে তো আর কুমোরটুলি নেই। দুর্গার প্রতিমা গৃহস্থের বাড়িতেই তৈরি হয়। সেই প্রতিমা গড়ার দিন থেকেই আমার পূজোর আনন্দ ক্রমশ নিবিড় হতে শুরু করত। মুৎশিল্লীর গড়ে তোলামূর্তি কীভাবে সালঙ্কারা



প্রতিমা হয়ে ওঠে, তা শিশুমনে অপার বিশ্বাস বয়ে আনত। তখন সেই শিল্পীকে মনে হত জাদুকর। অবশ্য শিল্পীমাত্রেরই জাদুশক্তি থাকে।সৈদিক থেকে পল্লিবাংলার মুংশিল্লীরা বড়ই উপেক্ষিত মনে হয়। পেশাদারিত্বের বাইরে তাঁদের শৈল্পিকসত্তায় দেখার দৃষ্টি সেখানে অগভীর। অথচ কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁরা সেই প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সক্রিয়

আরও বিস্তার লাভ করে। প্রতিমা থেকে মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা থেকে পরিবেশরচনা সবেতেই শৈল্পিক প্রকাশ প্রতিযোগিতামুখর। যেখানে দেখনদারির বাৎসরিক আয়োজন চলে, সেখানে আড়ম্বরের আয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেব-দেবীর মুখ নায়ক নায়িকার মতো করলে সৌন্দর্য

ফিকির। পূজোর ছুটি মানেই সময় কাটানোর নানা আয়োজন। সেখানে পূজোয় পিকনিকের আয়োজন থেকে ভ্রমণের প্রয়োজন সবই হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেখানে পূজোর আনন্দবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠে না বলেই তার আয়োজনে আমাদের অনিয়ন্ত্রিত প্রয়াস। সেখানে ঢাকের তালে কোমর দুলালেও মনের সাড়া মেলে না। অথচ মুখে ছোটে “খুশিতে মন ভরে যায়”। অবশ্য মননের চর্চাতে বাঙালির বিস্তার সর্বত্রগামী। সেক্ষেত্রে শরদার সঙ্গে সারদাকে মিলিয়ে দেওয়াটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। এই পূজোয় পত্র-পত্রিকার বিপুল আয়োজনে সেই মনের খোরাক কিছুটা হলেও অভিজাতা লাভ করে। পূজোর প্রসাদের চেয়ে স্বাস্থ্যপ্রসাদলাভে অস্থির মনকে নির্মল আনন্দ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে এইসব পত্রিকার আয়োজনের উদ্মানদাই বাঙালির বনেদি মনের পরিচয়বাহক। ফলে দুর্গাপূজো এখন শুধু শিল্পে আত্মগোপন করেনি, শিল্পী-সাহিত্যিককেও পূজোর নৈবেদ্যের আয়োজনে সামিল করেছে। পূজোর সেই পবিত্র আনন্দ হারিয়ে গেলো তার অস্তিত্ব নিঃশ্ব হয়ে পড়েনি। তাই খুঁজে ফিরি শেষবের স্মৃতিতীর্থের সেই নৈবেদ্যের আয়োজনে। অবসরের খোলা হাওয়ায় তার সৌরভ আমাদের আনোদিত করে চলে অবিরত, অব্যবর্ত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোপূজো

বিশেষ প্রতিবেদন।। হিন্দু বাঙালির প্রিয় উৎসব দুর্গা পূজা।শান্তে যেমন এর উজ্জ্বল বিস্তার পাওয়া যায় তেমনি বাংলায় এর একটি আধ্যাত্মিক পরম্পরা রয়েছে, রয়েছে দুর্গা সাধনার উজ্জ্বল ইতিহাস। মায়ের উপাসনার মূল ভিত্তি কালিকাপূরণ, দেবীভাগবৎ এবং বৃহৎনন্দীকেশ্বর পূরণ। উল্লেখ্য রামকৃষ্ণ মিশনের পূজা শেষোক্ত বৃহৎনন্দীকেশ্বর পূরণ অনুসারে হয়। দুর্গাপূজার আচারের শাস্ত্রগত উল্লেখ মূলত বাসন্তকালের শুক্লা তিথির, শরৎকালের শ্রীরাম চন্দ্রের অকাল বোধধের নয়। শরৎকালের অকালবোধধে এই পূজার উল্লেখ রয়েছে বাঙ্গ্নীকির সংস্কৃত রামায়ণ রচনা থেকে অনূদিত প্রায় ৩৮ ভাষার মধ্যে কেবল বাংলায় কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণে।চর্যাপদের সময়কাল (৮ম --- ১২শ শতাব্দী) পরিয়ে এর রচনাকাল মোটামুটি ১৪০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ। তবে কৃত্তিবাস বিরোচিত রামায়ণের আখ্যান বাংলার সংস্কৃতি চবিত্র ও ভৌগলিক প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।রামায়ণের রচনা

মূলত পুঁথি নির্ভর। সাৱা বাংলায় ২০২২টি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলায় লিখিতভাবে এই রামায়ণের প্রকাশ ঘটে ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে উইলিয়াম কেব্রির বদান্যতায়। তবে অনুস্তুপ ছন্দে রচিত বাঙ্গ্নীকির মূল রামায়ণের রচনাকাল যীও খ্রিস্টের জন্মের আগে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ১০০ শব্দেৰ মধ্যে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই পূজাকে কেবল উৎসবে, আরাধনাকে উদ্মানদায় পরিবর্তিত করে দেওয়ার পেছনে আসলেও ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি বলে ভয় হতে শুরু করেছে। তাই মহালয়ার ভোর কিংবা নব পত্রিকার স্নানে যারা ভিতরের ক্লেদ ধুয়ে

সামাধিক নির্মাণ করেন কংসনারায়ণের কুল পুরোহিত রমেশ শাস্ত্রী। বাঙালি পন্ডিত রঘুনন্দন তাঁর ‘তিথিতত্ত্ব’ গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি বর্ণনা করেছেন। মিথিলায় প্রসিদ্ধ আসা পথ ধ্বংস করে দিয়ে যেমন করে ফেলে আসা জনপদের স্মৃতি মুছে ফেলা যায় না, তেমনি হিন্দু সংস্কৃতি, পরম্পরা ও ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া খুব সহজ নয়



বলে প্রতিজ্ঞ আনেকই। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের দিনেব দুর্গাপ্রতিমার বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধারা এই বঙ্গদেশে লক্ষ্য করা গেলেও তার মূল পূজাপদ্ধতি প্রায় অপরিবর্তিত। মায়ের মহিষমর্দিনী রূপ মূলত কুখাণ যুগের। চালুক্য যুগে তার সিংহবাহিনী রূপ পূজিত হতো এবং মহিষাসুরমর্দিনী রূপটি পঙ্কব যুগে খুঁজে পাওয়া গেছে। সপরিবার দুর্গা প্রতিমার পূজার প্রচলন বাংলায় প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলার তাহির পূর্বের রাজা কংস নারায়ণের পূজায়।রাজা কংস নারায়ণ ছিলেন মমুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র। দুর্গাপূজার রীতি-মন্ত্র ও

সীমাবদ্ধ। ১৭৯০ সালে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার বারো জন ব্রাহ্মণ যুবকে যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল দুর্গাপূজার বারো ইয়ার বা বন্ধু মিলে ওই পূজো ‘বারোইয়ারি’ বা ‘বারোয়ারি’ পূজা নামে খ্যাত হয়ে আছে। সেই থেকেই আজকের বারোয়ারি পূজোর বিবর্তন। আর কলকাতায় ‘বারোয়ারি’ দুর্গাপূজার প্রচলন রাজা হরিনাথ রায়ের হাত ধরে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে। সেদিনের সেই ‘বারোয়ারি’ কথটি ধীরে ধীরে আজকের ‘সর্বজনীন’ কিংবা ‘সার্বজনীন’ এ রূপান্তরিত। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস চর্চায় জগপ্রতীক হিসেবে দেবী মা দুর্গা প্রজুলিত। ব্রিটিশ বিরোধী

ইসলামকে দুর্গা মাতার শক্তি বন্দনার মাধ্যমে সহিংস বিশ্ববীদেব উদ্ধুদ্ধ করার কারনে ইংরেজ সরকারের রোযানলে পড়তে হয়েছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সর্বজনীন দুর্গাপূজার সঙ্গে যুক্ত থাকার ইতিহাস পাওয়া যায়। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে এই পূজার প্রচার ও বিস্তার আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। এক সময়ে জমিদার বনেদি বাড়ি কিংবা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালীদের পূজা ক্রমে সর্বসাধারণের হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্যাভেল- আলো- থিম- বিনোদন সর্বস্ব আজকের আয়োজনে তার আধ্যাত্মিক ও অস্তবের প্রাণশক্তি ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন হিন্দু ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ কোনটাই শাস্ত্র বহির্ভূত নয়। আজকের দিনে চারদিকের আয়োজন দেখে মনে হয় সকল বিষয়টিকে শাস্ত্রের নিরিখে না বুঝে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝে নিতে চাইছেন কেউ কেউ; সংঘমের ধর্মীয় দুর্গাপূজা বিনোদন আর উচ্ছৃঙ্খলের রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠছে দিন দিন। ‘বসুঐধব কুটুম্বকম’ আদর্শে কয়েক হাজার বছর ধরে টিকে যাওয়া হিন্দু ধর্মকে আত্মবোধের পাঠ শেখানো প্রয়োজনহীন। যে বৈদিক সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণে দেবীর আরাধনা হয় সেই সংস্কৃত শব্দকোষে ‘বাতিল’ বলে কোন শব্দই নেই। স্মরণ রাখা উচিত সেই সনাতন ধর্মের পূজা কিংবা মাস্তলিক কর্মে নিজ গোষ্ঠীব মঙ্গল প্রার্থনার কোন মন্ত্রই নেই। আজ সাৱা জগতের মঙ্গল কামনার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা। সেই সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে কেবল সকল মনুষ্য জাতির নয়, জগত্তের সকল পশুপাখি এবং গাছপালা সহ সকলের মঙ্গল কামনার উদাত্ত প্রকাশ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নয়।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

দুর্গাপূজোয় সাধক শিল্পী

তখনই তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি। তাঁর গায়কিতে এক আশ্চর্য ভক্তি রস। বাঙালি মুগ্ধ সেই ভক্তি রসে। তাই মহালয়াকে সামনে রেখে বাঙালির মাতৃ বন্দনা গুরু মানেই বেড়ে যাওয়া তাঁর ব্যস্ততা। সেই সাধক শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য এবং দুর্গাপূজো নিয়ে কথা বললে সাধক শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যের ভাইঝি শিবানী ভট্টাচার্য বন্দোপাধ্যায়।

সে অনেকদিন আগের কথা। সেসব ছবি সাল তারিখের নিরিখে হয়তো অনেকটাই রাপসা তবু স্মৃতি বেঁচে আছে। কারণ এই স্মৃতির সঙ্গে সংযুক্ত আমার পরিবার, আমার ছোট কাকা - সাধক শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য। তিনি শুধু আমার ছোট কাকা নন, আমার প্রথম সংগীত শিক্ষাগুরুও।

আমি তখন অনেকটাই ছোট। বহু ক্ষেত্রেই ঘুম ভেঙে যেতো ব্যস্ততার শব্দে। ব্যস্ততার কারণ গানের রেকর্ডিং, গানের সুর দেওয়া, গানের অভ্যাস, গান শেখানো - এই জাতীয় কিছু। হয়তো কোনও দিন দেখতাম আমার বাবা সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্য এইরকম কিছু নিয়ে ব্যস্ত। কোনও দিন হয়তো ছোট কাকা। এই জাতীয় ব্যস্ততা কমবেশি সারা বছরই থাকতো। তবে মহালয়া গুরু হলে ব্যস্ততা বেড়ে যেতো। কালী পূজো পর্যন্ত তো বটেই, রেশ রয়ে যেতো তার পরেও - অনেকদিন ধরে। কারণ কালীপূজো আসা মানে মায়ের গানে ছোট কাকা। ছোট কাকা ছাড়া কালীপূজোর অনুষ্ঠান - কেউ ভাবতেই পারতেন না।

একটু বড়ো হওয়ার পর দেখেছি এই সময় অনেকে স্বেচ্ছায় গান শিখতে আসতেন না ছোট কাকার কাছে আমাদের বাড়িতে। নিজেরাই ছুটি নিয়ে নিতেন। তাঁরাও চাইতেন এই সময়টায় সাধক শিল্পী এতো ব্যস্ততার মাঝখানে কিছুটা বিশ্রাম পান। আমার বাবার ছাত্র - সংগীতশিল্পী বাদল কাকা (বাদল রায়) বলতেন, দুর্গাপূজো মানেই আমার কাছে ধনাদার (আমার মেজ কাকা স্বর্ণ কণ্ঠশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য) “জিনয়নী দুর্গা” আর কালীপূজো মানে ধনাদা আর পান্দাদার (পানু ছিল আমার ছোট কাকা পান্নালাল ভট্টাচার্যের ডাকনাম) যুগলবন্দী। আজ মনেই এর কথা সর্বাংশে সত্য। সেদিনের জন্য তো বটেই, আজকের জন্যও।

হাওড়ার পায়রাটুঙ্গিতে আমাদের জমিদারি ছিল। কিন্তু আমার ঠাকুর দাদা সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পারিবারিক কারণে সেখান থেকে চলে আসেন হাওড়ার বালিতে,

পান্নালাল ভট্টাচার্য

বালি বারেন্দ্রপাড়ায়। এই বাড়িতেই দেখতাম মহালয়া গুরু হওয়ার পর অজস্র চেনা- অচেনা মানুষের আনাগোনা। সবারই উদ্দেশ্য ছোট কাকাকে দিয়ে এই পর্বে গান গাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। আমার ঠাকুমা অন্নপূর্ণা দেবী প্রায় সব ক্ষেত্রেই এঁদের খাওয়ানোরও ব্যবস্থা করতেন। যেহেতু এঁরা দূর-দূরান্ত থেকে আসতেন - তাই। সেও ছিল এক ছোটখাটো মহোৎসব পর্ব। আর বিজয়ার পর? সে তো ছোটখাটো নয় - একটা বিরাট মহোৎসবের রূপ নিতো। কতো মানুষ আসতেন, কতো রকম রান্না হতো-সে এক বড়সড় ব্যাপার। রেওয়াজ বলতে যা বোঝায় সেটা কোনও দিনই দেখিনি ছোট কাকাকে ঘিরে। গান শেখানোর জন্য গান গাইতে বসা - মূলত ছোটাই চোখে পড়তো। অবশ্য অনেক সময় নিজেও গান গাইতে বসতেন। সেক্ষেত্রে আবার সময় বলে কিছু থাকত না। কারণ ছোট কাকা নিজের মধ্যেই তো থাকতেন না। মায়ের গান গাইতে গাইতে তাঁর দুচোখ দিয়ে জল পড়তো। সারা শরীর ঘেমে যেতো। অবশ্য এই সময়টায় টুকরাক গান গাইতে দেখতাম। হয়তো কোনও অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য বেরিয়ে যাবেন - তার আগে একটু বসে নিলেন গান নিয়ে - এইরকম।

ছোট কাকা নিত্য মায়ের পূজো করতেন। আমাদের বাড়িতে ছোট কাকা মা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে পূজো করতেন। দুর্গাপূজো আসলে যতো ব্যস্ততাই থাক - ছোট কাকা আমাদের বালি বারেন্দ্র পাড়ার বারোয়ারি পূজা মণ্ডপে থাকতেনই। মাঝে মাঝেই আসতেন আমার ছোট কাকার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু সন্তু কাকা অর্থাৎ ছড়ার গানের কিংবদন্তি শিল্পী সনৎ সিংহ। আমাকে, আমার দিদিকে নিয়ে ছোট কাকা অঞ্জলি দিতেও যেতেন। একবার মানব কাকা অর্থাৎ বাংলা স্বর্ণযুগের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে তিনিও অঞ্জলি দিয়েছিলেন। অসাধারণ দেখতে ছিল মানব কাকাকে। ঠিক যেন মনে হতো - দেবপুত্র। ছোট কাকার বিয়ের পর ছোট কাকিমা যখন প্রথম অঞ্জলি দিতে যান - আমিও গিয়েছিলাম। আমার ছোট কাকিমা মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য ছিলেন রূপ লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আমাদের খুব ভালবাসতেন তিনি। ছোট কাকিমা যেমন অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তেমন অসাধারণ রবীন্দ্র সংগীত

গাইতেন। অঞ্জলি দেওয়ার সময় ছোট কাকার পাশে সেদিন ছোট কাকিমাকে এতো সুন্দর লেগেছিল - বলে বোঝাতে পারবো না। হয়তো মা দুর্গার জন্য নান্দু বা নারকেলের সন্দেশ বানানো হচ্ছে - মা বা ঠাকুমা সেসব কাজ করছেন, ছোট কাকা নিজে গিয়ে সেখানে তাঁদের সাহায্য করতেন। আসলে আমার মা পুষ্পারানী ভট্টাচার্য এবং আমার কেকুমা (আমার মেজ কাকিমা রেখা ভট্টাচার্য। আমার মেজ কাকা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য শ্রী।) -কে আমার ছোট কাকা মা হিসেবেই দেখতেন। হয়তো আমি মালা গাঁথছি মায়ের হাত থেকে মালা টেনে নিয়ে গাঁথতে শুরু করে দিলেন - এমন ঘটনা যে কতো ঘটেছে তার হিসেব নেই।

ছোট কাকা যখন মাতৃগর্ভে তখন অকাল প্রয়াণ ঘটে আমার ঠাকুরদাদার। আমার ঠাকুমা যখন চিরদিনের জন্য চলে গেলেন - তারপর দুর্গাপূজোয় দেখেছি দেবী প্রতিমার সামনে বসে নির্বাক ছোট কাকার কন্ঠা। সে দৃশ্য মনে পড়লে এখনও চোখে জল আসে। নিজেকে সামলানো যায় না। আমরা আদপে ভাদুড়ী। শুনেছি বর্ধমানের মহারাজা আমাদের কোনও এক পূর্বপুরুষকে ভট্টাচার্য উপাধি দেন তাঁর শাজ্ঞ জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে। আমার ঠাকুর দাদা ভট্টাচার্যই ব্যবহার করতেন। আসলে ভক্তি আমাদের বংশগত। আর সংগীতও। আমাদের বংশের পুরুষোত্তম আমি যাঁকে বলি - সেই ‘The Levitating Saint’ ভাদুড়ী মহাশয় অর্থাৎ পরমহংস মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের পরমার্থ সংগীতাবলী বাংলা সংগীত ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তিনি নিজেই গান লিখতেন এবং সুর দিতেন। তাঁর ভাইপো এবং তাঁর ত্যাগী শিষ্য ঘ্যানপ্রকাশ ব্রন্দ্যচারী মহারাজও অসাধারণ সংগীত শিল্পী ছিলেন। আমার ঠাকুর দাদা সুরেন্দ্রনাথ যেমন সেতার বাজাতেন, তেমন এসরাজ। আর আমার বাবা সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, মেজ কাকা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং ছোট কাকা পান্নালাল ভট্টাচার্যের কথা তো সবারই জানা। আমার পিসিরাও খুব ভালো গান গাইতেন। আমাদের পাড়ার সেই দুর্গাপূজো আজও হয়। আমার বলতাম বারোয়ারি তলার পূজো। সেই পূজো দেখলে এখন অবশ্য মনটা বিচাড়ে ভরে যায়। আমার বাবা, মেজ কাকা, ছোট কাকার কথা বার বার মনে পড়ে এই পূজা ঘিরে। চোখ দুটো ভরে যায় জলে। মনে হয় কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

উৎসব মানেই সাজগোজ

উৎসব মানেই সাজগোজ। তবে রূপটান করতে যারা ভালবাসেন, পূজোর সময় আয়নার সামনে থেকে পা যেন সরতেই চায় না। তবুও যেন মন ভরে না। মনে হয় কোথাও যেন একটা খামতি থেকে যাচ্ছে। সাজতে বসার আগে অনেকেই মাথায় থাকে বলিউড তারকারের লুক। মনের মধ্যে নানা ভাবনা চলে কী ভাবে সাজলে আলিয়া, কৃতির মতো সেজে ওঠা যায়। সেটা যে খুব সহজ, তা কিন্তু নয়। তার আগে শিখে নিতে হবে বলি নায়িকারা কীভাবে নিজদের সাজিয়ে তোলে। কয়েকটি নির্দিষ্ট রূপটান পদ্ধতি শিখে নিলেই মোহময়ী হয়ে ওঠা সহজ। সেক্ষেত্রে রূপটানের আগে কোন বিষয়গুলি মাথায় রাখবেন? প্রাইমার- রূপটান গুরুর প্রথম ধাপ হল মুখের ত্বকে ভাল করে প্রাইমার মেখে নেওয়া। প্রাইমার মেকআপের প্রথম ধাপ। ফাউন্ডেশন- সরাসরি ফাউন্ডেশন না মেখে বরং ফাউন্ডেশনের সঙ্গে হাইলাইটার মিশিয়ে নিয়ে তারপরে মাখুন। তাতে মুখ সাদা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। বেশ একটা চকচকে ভাব আসবে।

প্রাইমার- রূপটান গুরুর প্রথম ধাপ হল মুখের ত্বকে ভাল করে প্রাইমার মেখে নেওয়া। প্রাইমার মেকআপের প্রথম ধাপ। ফাউন্ডেশন- সরাসরি ফাউন্ডেশন না মেখে বরং ফাউন্ডেশনের সঙ্গে হাইলাইটার মিশিয়ে নিয়ে তারপরে মাখুন। তাতে মুখ সাদা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। বেশ একটা চকচকে ভাব আসবে। লিপস্টিক- “নো মেকআপ লুক” বর্তমানে একটি জনপ্রিয় রূপটান পদ্ধতি। তাই গাঢ় কোনও লিপস্টিক না পরে বরং ঠোঁটের রঙের কোনও লিপস্টিক বেছে নেওয়া ভাল। লিপব্লস- লিপস্টিক লাগানোর পর ঠোঁটটা চকচকে দেখাতে চাইলে লাগাতে পারেন গোলাপি আভার কোনও লিপব্লস।

বাড়ির গাছের জন্য সারও তৈরি হবে বাড়িতেই

বাড়িতে গাছ আছে, অথচ নিজে হাতে তার পরিচর্যা করেন না, এমন মানুষ কমই আছেন। গাছের দেখাশোনা করতে গেলে প্রথমেই মাথায় আসে সারের কথা। বৃষ্টি কমনেই গাছে সার দেওয়ার সময় শুরু হয়ে যাবে। তবেই শীত আসার মুখে ফুলে ফুলে ভরে উঠবে সাধের গাছগুলি। গাছ কেনার সময়ই হাতে করে সার কিনে বাড়ি ঢোকেন অনেকে।

অনেকে আবার নানা রকম উ পাদান মিশিয়ে, কম খরচে বাড়িতেই জৈব সার তৈরি করে নিতে জানেন। তবে ভাল সার তৈরির আসল কথা হল প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ। সমস্ত উপাদান ভাল করে মেশাতে পালাতে পারে। ৪) গাছ থেকে পিসিরাও খুব ভালো গান গাইতেন। আমাদের পাড়ার সেই দুর্গাপূজো আজও হয়। আমার বলতাম বারোয়ারি তলার পূজো। সেই পূজো দেখলে এখন অবশ্য মনটা বিচাড়ে ভরে যায়। আমার বাবা, মেজ কাকা, ছোট কাকার কথা বার বার মনে পড়ে এই পূজা ঘিরে। চোখ দুটো ভরে যায় জলে। মনে হয় কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।



খাবারে মাত্রতিরিক্ত নুন খান ভারতীয়রা

ঝাল, ঝোল, ঝলিয়া, রোফতা, আমিষ, নিরামিষ খাবার ব্যাপারে ভারতীয়রা অন্যদের তুলনায় দু’কম বেশি এগিয়ে। তার উপর যদি ভেলমশলা দেওয়া রগরগে খাবার হয়, তা হলে তো কথ্যই নেই। তার সঙ্গে প্রক্রিয়াজাত, প্যাকেটজাত খাবারও চলছে সমান তালে। তবে সাম্প্রতিক রেকর্ট গবেষণা বলছে, প্রতি দিনের খাবারের সঙ্গে মাত্রতিরিক্ত নুন শরীরে প্রবেশ করে ভাঙতিয়দেয়। তথ্যটি “নোচার পোটফোলিয়ো” জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সুস্থ থাকতে প্রতি দিন মাত্র ৫ গ্রাম নুন খাওয়ার পরমর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। অথচ ন্যাশনাল এনালিটিক মনিটরিং সার্ভের করা সমীক্ষায় অশ্বপ্রহর করা প্রায় তিন হাজারেরও বেশি ভারতীয়ের মধ্যে তাতেনুরের মাত্রা ৮ গ্রামের ঞ্জক্বছিল। প্রতি দিন তাঁরা যে সমস্ত খাবার খান, তাতে নুরের মাত্রা ৮ গ্রামের ঞ্জক্বছিল। দীর্ঘ দিন ধরে অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়তে থাকে। ফলে সবচেয়ে সঙ্কটে পড়ো হার্ট,

সারা বছর সুস্থ থাকতে ঘড়ি ধরে খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই

সারা বছর সুস্থ থাকতে ঘড়ি ধরে খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। সময়ে খাবার খেলে বহু অনিয়মেও সুস্থ থাকে শরীর। চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, সকলের একই মত। তবে শুধু সময়ে খাবার খেলে চলবে না। সময়ে সঠিক খাবার খেতে হবে। সময় মতো রোজ রোজ লুচি, পরোটা খেয়ে কোনও লাভ হবে না। সপ্তাহখানেক পরেই পূজো। উৎব

মানেই জমিয়ে ভুরিভোজ। পূজোর সময়ে নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না। পূজোর কয়েক দিনের অনিয়ম যাতে অসুস্থতা জেকে আনতে না পারে, তার জন্য সতর্ক হতে হবে আগে থেকেই। পেটের যত্ন নিতে হবে। পেটের খেয়াল রাখতে খাওয়াদাওয়ায় খানিক বদল আনতে হবে। বিশেষ করে সকালের জলখাবার। সকালের দিকে কোন খাবারগুলি খাওয়ার অভ্যাস করলে পূজোয় পেটের গোলামাল থেকে দূরে থাকবেন? বাদাম—সকালের জলখাবারে বিভিন্ন ধরনের বাদাম রাখলে স্বাস্থ্য নিয়ে আর ভাবতে হবে না। আখরোটি, কাজু, চিনা বাদামে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে প্রোটিন। এ ছাড়াও আছে ফাইবার, খনিজ পদার্থ, উপকারী ফ্যাটের মতো পুষ্টিগুণ। বাদাম মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা



বৃদ্ধি করে। শরীর চনমনে রাখে। ওজনও বাড়তে দেয় না। সবুজ শাকসব্জি— শাকসব্জি দিয়ে নানা ধরনের খাবার তৈরি করা যায়। পান্ডা, চাউমিন তো আছেই সেই সঙ্গে স্যালাড, সুপাও বানিয়ে নিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই তা সুস্বাদু হবে না, সেই ধারণা ভুল। ঠিক করে বানালে সজির পদই সুস্বাদু হয়ে উঠবে। তা ছাড়া, পেটের যত্ন নিতেও পূজোর আগে এই খাবারগুলি বেশি করে খাওয়া জরুরি। ডিম—শরীর চাঙ্গা রাখতে ডিমের জুড়ি মেলা ভার। ডিম হল প্রোটিনের সমৃদ্ধ উত। শরীরে প্রোটিনের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকলে রোগবলাইয়ের ঝুঁকি কম থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রোটিন ছাড়াও ডিমে

রয়েছে ভিটামিন বি এবং ক্যালিন। এই দুটি উপাদান শরীর ভিতর থেকে চাঙ্গা রাখে। গ্রিক ইয়োগার্ট—গ্রিক ইয়োগার্ট সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকরও বটে। প্রোটিন যুক্ত এই দই এমনিতেই অভ্যস্ত উপকারী। এর সঙ্গে মধু ও বেরি মিশিয়ে নিলে তা আরও বেশি স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে। সহজে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে না। পেটও ভাল থাকবে। প্রোটিন স্মুদি—এটি তৈরি করতে নিতে হবে একটি ২৫ গ্রাম মতো প্রোটিন পাউডার। তার সঙ্গে ফাইবারে সমৃদ্ধ কলা অথবা বেরি এবং এক চা চামচ চিয়া বীজ এবং পিনাট বাটার। এই সব ককট উপাদান নিয়ে মিক্সিতে বানিয়ে নিতে পারেন রোগবলাইয়ের ঝুঁকি কম থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রোটিন ছাড়াও ডিমে

নিয়ম করে গাজরের রস খেলে চোখ ভাল থাকে



খুদের টিফিন, চাইনিজ কোনও পান, স্যালাড, নিরামিষ তরকারি কিংবা হালুয়া সব পদেই গাজরের অব্যাহ বিচরণ। কেবল শীতকালেই নয়, এখন সারা বছরই বাজারে পাওয়া যায় গাজর। চোখ ভাল রাখা থেকে ক্যানসার প্রতিরোধ পিশিয়াম, ক্যালশিয়াম-সমৃদ্ধ গাজরের কিন্তু গুণের শেষ নেই। ছোট থেকে বড় সব বয়সিদের রোজের ডায়েটে এই সজি রাখার কাক বলেন পুষ্টিবিদ্যেয়। ২) গাজরে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি থাকে। এই ভিটামিনগুলি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট গুণসম্পন্ন। পাশাপাশি, গাজরে থাকে ভিটামিন বি৬, যা শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ৩) গাজরের গ্লাইসেমিক সূচক খুব বেশি নয়। তাই পরিমিত পরিমাণে গাজরের রস পান করলে রক্তের শর্করার পরিমাণ খুব একটা বৃদ্ধি পায় না। বিভিন্ন

সজিতে লুট্টেইন ও জিয়াক্সানথিন নামক ক্যারোটিনয়েড জাতীয় উপাদান থাকে যা ক্ষতিকর আলোকরশ্মি থেকে চোখকে রক্ষা করে। বার্ষিক্যজনিত দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি কমাতেও গাজর রাখতে পারেন রোজের ডায়েটে। ২) গাজরে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি থাকে। এই ভিটামিনগুলি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট গুণসম্পন্ন। পাশাপাশি, গাজরে থাকে ভিটামিন বি৬, যা শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ৩) গাজরের গ্লাইসেমিক সূচক খুব বেশি নয়। তাই পরিমিত পরিমাণে গাজরের রস পান করলে রক্তের শর্করার পরিমাণ খুব একটা বৃদ্ধি পায় না। বিভিন্ন

সকালের খাবার না খেলে হতে পারে মারণরোগ

শরীর সুস্থ রাখতে সময়ে খাবার খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। চিকিৎসক এবং পুষ্টিবিদদের মতে, সকালের খাবার হল সবচেয়ে জরুরি। সারা দিন শরীরের হাল কেমন থাকবে তা নির্ভর করে সকালের খাবারের উপর। তবে ব্যস্ততার কারণে অনেকেই সকালের খাবার খেতে গলে খাবারে নুনের মাত্রা ২ থেকে ৩ গ্রাম পর্যন্ত কমিয়ে আনতে হবে। খাবারে নুন কম দিলে বদলে রান্নায় কী ব্যবহার করতে পারেন? ১) লেবুর রস- রান্নায় নুন কম দিয়ে বদলে অনেকেই লেবুর রস ব্যবহার করেন। লেবুর মধ্যে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড খাবারে নোনতা ভাব আনতে সাহায্য করে। ২) আমচুর পাউডার- অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ আমচুর পাউডার হাজারেরও বেশি ভারতীয়ের মধ্যে তাতেনুরের মাত্রা ৮ গ্রামের ঞ্জক্বছিল। প্রতি দিন তাঁরা যে সমস্ত খাবার খান, তাতে নুরের মাত্রা ৮ গ্রামের ঞ্জক্বছিল। দীর্ঘ দিন ধরে অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়তে থাকে। ফলে সবচেয়ে সঙ্কটে পড়ো হার্ট,

অনেকেই। খেতে খেতে সেই বেলা গড়িয়ে যায়। আগের দিন রাত থেকে বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে তার প্রভাব পড়ে অস্ত্রের উপর। সেখান থেকেই অস্ত্রের ক্যানসার, লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, খাবার খাওয়ার পর একমাত্র উদ্দেশ্যে পেট ভরানো নয়। সঠিক সময়ে পরিমাণ মতো খাবার খেলে শরীর ভিতর থেকে ফিট থাকে। ওজন ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। সময়মতো না খেলেই বরং ওজন বেড়ে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, বিপাক হার কমাতে থাকে। তাই সুস্থ থাকতে সকালের খাবার তো বটেই দিনের প্রতিটি মিল সময়মতো খেতে হবে। তাহলেই এড়ানো যাবে ক্যানসারের ঝুঁকি।

অভ্যাসে আর কী কী শারীরিক সমস্যা হতে পারে? ১) সকালের খাবার না খাওয়ার অভ্যাস পরবর্তীকালে বাড়িতে পারে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি। স্মৃতিশক্তি লোপ, ভাবনা-চিন্তার অসুবিধা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতার মতো একাধিক সমস্যাকে চিকিতা বিজ্ঞানীর ভাষায় “ডিমেনশিয়া” বলে। ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে সঠিক সময়ে সকালের খাবার খেতে হবে। ২) দিনের শুরুতে কিছু না খেলে শরীর ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। হজমেও সমস্যা দেখা দেয়। বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে পেটের গন্ডগোল দেখা দিতে পারে। ৩) সকালে খাবার এড়িয়ে গেলে রক্তে চিনির মাত্রা কমেও যেতে পারে। ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। উচ্চ মাইগ্রেনের মতো সমস্যা।



হাতে নেওয়ার জন্য। পাশাপাশি	উপস্থিত ছিলেন।
তিনি রাজাবাসীকে শারদীয়ার	আশ্রমের পক্ষ থেকে জানানো
অন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।	হয়েছে, আগামী দিনেও এ ধরনের
অনুষ্ঠানে আশ্রমের একাধিক	সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত
কর্তব্যক্তি ও স্থানীয় বিশিষ্টজনরা	থাকবে।

